45

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

রাজধানীতে প্রশ্নপত্রের দোকান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিনব বাজার গড়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকায়।

প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্র খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

ঢাকা শহরের মালিবাগ, বকশীবাজার এবং পুরানো ঢাকায় প্রশ্ন নীড়, প্রশ্ন কুটির, প্রশ্ন কর্নার, ঢাকা প্রশ্ন ঘর ইত্যাদি নামে একাধিক প্রশ্ন বিক্রির দোকান রয়েছে। মালিবাগ ও পুরানো ঢাকায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রশ্নপত্র এবং

রাজধানী ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৭

রাজধানী ঃ প্রশ্নপত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বকশীবাজারে মাদ্রাসার প্রশ্নপত্র কিনতে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশ্ন স্কুলগুলোর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ছাপার নিয়ম থাকলেও ঢাকা শহরের নামকরা দু' চারটি স্কুল বাদে সবাই এই প্রশ্নের দোকান থেকেই প্রশ্ন সংগ্রহ করে। ঢাকা শহরের প্রশ্ন দোকানগুলোর আবার জেলা পর্যায়ে শাখা রয়েছে।

শুধু প্রশ্ন নয়, পরীক্ষার রুটিন, পরীক্ষার তারিখ ও বিকল্প তারিখ, প্রবেশপত্র, আসনপত্র প্রভৃতিও এসকল দোকান থেকে সরবরাহ করা হয়।

স্কুলগুলো ডাকযোগে চিঠি লিখে অথবা হাতে হাতে প্রশ্নপত্র, রুটিন ইত্যাদি সংগ্রহ করে। তবে নগদ মূল্যে কিনে নিলে শতকরা ৩০ টাকা কমিশনের ব্যবস্থা রয়েছে এসব দোকানে। এ দোকানগুলো রেজিস্ট্রিকৃত নয় বা এ ধরনের ব্যবসার কোন বৈধ অনুমতিও দেয়া হয় না। এ দোকানগুলো থেকে ছাত্র, অছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক যে কেউ প্রশ্ন কিনতে পারেন। দোকানগুলো বিভিন্ন স্কুলের সাথে যোগাযোগ রেখে এবং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রশ্নের একাধিক সেট তৈরি করে এবং স্কুলগুলো তাদের সিলেবাসের সাথে যে সেটটি সবচেয়ে বেশি মিলে যায়, সেই সেটটি কিনে নেয়। ফলে পরীক্ষার সময় ছাত্রদের পড়ানো হয়নি এমন বিষয়ের উপরও দু'একটি প্রশ্ন পেয়ে ছাত্ররা হৈ চৈ করলে শিক্ষকরা ব্লাকবোর্ডে লিখে প্রশ্নগুলো পাল্টে দেন।

১ম, ২য় সাময়িক বা বার্ষিক পরীক্ষা কোন্ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে তা স্কুলগুলো ঠিক করে না। ঠিক করে প্রশ্নের দোকানগুলো। এজন্য পরীক্ষার কমপক্ষে ৩টি বিকল্প সময়সূচি নির্ধারণ করে। স্কুলগুলো তাদের সুবিধামত যেকোন একটি সময়ে পরীক্ষা নেয়।

প্রশ্নের মূল্য তালিকায় শিশু শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত একজন ছাত্রের সব বিষয়ের প্রশ্নের দাম ২ টাকা এবং ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৪ টাকা। ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর প্রতি জনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের দাম ৮ টাকা। স্কুলগুলো ইচ্ছে করলে প্রশ্নের উপর তাদের স্কুলের নামও ছেপে নিতে পারে। এজন্য প্রতি হাজারে অতিরিক্ত ৫০ টাকা করে দিতে হয়। মাদ্রাসার প্রশ্নপত্রের দামও একই রকম। এবতেদায়ী (১ম ও শিশু) থেকে কামেল পর্যন্ত প্রতিসেট প্রশ্নের দাম ২ থেকে ৮ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মনোহারী দোকানের মত থরে থরে প্রশ্ন সাজানো রয়েছে দোকানগুলোতে আর শিক্ষক ক্রেতারা প্রশ্নপত্র কিনে নিচ্ছেন। অথচ ছাত্রদের কাছ থেকে প্রশ্ন ছাপানোর জন্য পর্যাপ্ত ফি নেয়া হচ্ছে। ফরিদপুর থেকে আগত একজন শিক্ষক জানালেন, দোকান থেকে প্রশ্ন কিনে নিলে তাদের অনেক পয়সা বেঁচে যায়। যা তাদের জন্য লাভজনক। নয়তো আয়-ব্যয় সমান সমান।

প্রশ্ন দোকানের প্রচারপত্রে প্রশ্ন ফাঁস না হওয়ার ১০০ ভাগ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। অথচ যে কেউ প্রশ্ন কিনতে পারেন। এই প্রতিবেদকও কিনেছেন, যে কেউ চিঠি লিখে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমেও প্রশ্ন সংগ্রহ করতে পারে অবলীলায়।

দেশের জেলা শহরগুলোর অনেক প্রেসই এখন এই প্রশ্ন ব্যবসার সাথে জড়িত বলে জানা গেছে।